মাসিক

ïUKx evZv b‡f¤^i 2019 mßg msL¨v, KwZK-AMÖnvqY 1426

Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) পিকেএসএফ কর্তৃক পরিচালিত “ফিস ড্রায়ার ও জৈব পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিষমুক্ত শুঁটকী মাছ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের দ্বারা উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পের মোট মেয়াদ তিন বছর। প্রকল্প শুরুর তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ইং।প্রকল্প শেষের তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং। প্রকল্পের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,০০০জন। কর্মএলাকা কক্সবাজার সদর ও মহেশখালী। প্রকল্পটি ইফাদ ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তা পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পে নিয়োজিত মোট কর্মীর সংL¨v 6Rb| প্রকল্পের মোট বাজেট ১,৩৭,১৭,০০০ টাকা। কর্মএলাকায় প্রকল্পের সহায়তায় নিরাপদ মাছ শুকানোর জন্য ২৩ টি মেকানিক্যাল ফিস ড্রায়ার ও 4৬টি নেটের মাঁচা স্থাপন করা হয়েছে। ফিস ড্রায়ার ব্যবহার করে উদ্যোক্তারা বছরব্যাপী নিরাপদ শুঁটকী উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন।

পাখির উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার কথা:

“কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারীÕ

kw³ w`য়াছে, প্রেরণা দিqvছে, weRqx j ÿx -bvixÕÕ

KvRx bRij Bmjvg

মুর্শিদা আক্তার পাখি।গত আট বছর ধরে সফলতার সাথে নাজিরারটেকে শুটকী ব্যবসা করে আসছেন। সবাই তাকে পাখি নামেই চেনে। পাঁচ কন্যা সন্তানের জননী তিনি। একাই সংগ্রাম টিকিয়ে রেখেছেন মেয়েদের আর নিজের জীবন। শুনব তার আত্নপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠার গল্প।মাত্র ১৪ বছর বয়সে মেহেদী রাঙ্গানো হাতে স্বামীর ঘরে নতুন বউ হয়ে আসেন। হাজারো স্বপ্ন নিয়ে নতুন সংসারে পদার্পন করেন।কিন্ত নতুন সংসারে অভাব যেখানে নিত্য সঙ্গী সেখানে স্বপ্ন দেখাই মনে হয় পাপ। সংসার কী বুঝে ওঠার আগেই স্বামীর সাথে তার জীবন সংগ্রাম শুরু হয়ে যাই।একটু ভালো থাকার আশায় দুজনই চেষ্টা করতে থাকেন কিছু একটা করার। বিয়ের পর তিন বছর অনেক কষ্ট করেছেন স্বামী সংসার নিয়ে। খেয়ে না খেয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। অনেক কষ্টে নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে নিজের আবাসস্থলের পাckB ïUKx মহালে ৫ শতাংশ জায়গা কেনেন। নিজে আর স্বামী wমলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গড়ে তোলেন নিজেদের একটি শুঁটকী খোলা। যেখানে ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে শুঁটকী উৎপাদন করেন । এর মধ্যে একে একে পাঁচ কন্যা সন্তানের জননী হয়ে যান পাখি। হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত স্বামী gviv যান। পাঁচ সন্তান নিয়ে পথে বসার মত অবস্থা। কিন্তু শোককে শক্তিতে পরিণত করে নিজেই সংসার আর ব্যবসার হাল ধরেন শক্ত হাতে। স্বামীর সাথে কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করেন শুটকী শুকানো ও তা বাজার জাতকরণের কাজ। এখন তিনি নিজেই ïUKxখোলা

ছবি: নিজ খোলায় মাঁচায় মাছ শুকাচ্ছেন পাখি। ছবি: মাকছুদুর

cwরচালনা করছেন।স্বামী মারা যাওয়া দুই বছর পার হলেও সবকিছু নিজ হাতেই সামলাচ্ছেন। kwoi আচলে চোখ মুছে প্রতিনিয়ত নিজের সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে কোস্ট-পেইস-welg³ শুঁটকী প্রকল্প হতে “বিষমুক্ত শুঁটকী উৎপাদনে জৈব প্রযুক্তি ” প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের প্রাপ্ত জ্ঞাণ নিজের খোলায় বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। গত এক বছর যাবৎ তিনি নিজের খোলায় নিরাপদ শুঁটকী উৎপাদন করছেন। নিরাপদ শুঁটকী উৎপাদনে জৈব chw³ nj` -মরিচের গুড়া ব্যবহার করে শুঁটকী

উৎপাদন করেন। নিরাপদ শুঁটকী উৎপাদনের জন্য নিজ উদ্যোগে একটি প্রদর্শণী মাঁচা স্থাপণ করেছেন। মশারীর জালে ঢাকা মাঁচার চতুপার্শ্বে আবৃত থাকায় মশা- gwQ প্রবেশ করতে পারেনা। ৪-৫ দিনের মধ্যে ïUKx তৈরী হয়ে যাই। এব্যাপারে পাখি বলেন,আমি মাঁচা প্রযুক্তিতে শুঁটকী উৎপাদন করে ভালো ফল পাচ্ছি। আগে শুঁটকী শুকাতে মাছির উপদ্রপ ঠেকাতে বিষ ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন আর বিষ ব্যবহারের প্রয়োজন পড়েনা।মাছের রং ,গন্ধও অনেক ভাcjv হয়। বিক্রীয় বেশি দামে হয়। পাখি আরো বলেন,শুঁটকী ব্যবসা পরিচালনা করে নয় মাস আগে বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। মেয়ে এখন অনেক সুখে আছে। আরো চার মেয়ে স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়ালেখা করছে। কাঁচা ঘরকে শুঁটকী বিক্রির লভাংশ দিয়ে cvKv Ni evনিয়েছেন।পাকা স্যানিটেশন ব্যবস্থার বাথরুম।cwL অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেন,অল্প বয়সে বিয়ে হলে মেয়েদের নানাবিধ সমস্যা হয়। তাছাড়া আঠার বছরের আগে একটি মেয়ে সংসার করার উপযুক্তও হয়না,তাই আমি আমার মেয়েদের শিক্ষিত করে উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দিতে চাই।

Ab-লাইনে লিটনের শুঁটকী দেশ থেকে দেশান্তরে :

লিটন দেবনাথ ।কক্সবাজার ই-শপ .কমের উদ্যোক্তা। তার সাইটের মাধ্যমে খুব কম সময়ে সারা দেশে শুঁটকী পৌছে দিতে সক্ষম হচ্ছেন।লিটন বিশ্বের আটটি দেশে কক্সবাজারের উৎপাদিত শুঁটকী পাঠিয়েছেন। সামুদ্রিক লইট্টা,ছুরি,কোরাল,রুপচাদা,লাক্ষা,পোয়া,চিংড়ি অনলাইনে অর্ডার নিয়ে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী ক্রেতার কাছে সরবরাহ করছেন লিটন। পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজারে সারাবছরই দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য ক্রেতার কাছে সরবরাহ করে লিটন।পর্যটন কেন্দ্র কক্সবাজারে সারাবছরই দেশ-বিদেশ থেকে অসংখ্য পর্যটন ঘুরতে আসেন।ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে ফিরেন কক্সবাজারের শুঁটকী । যা কক্সবাজার আগত পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ ।এ চিন্তা থেকেই লিটনের ই-শপের যাত্রা। কারণ কক্সবাজার বেড়াতে এলেই পর্যটকদের খাবার প্লেটে পছন্দের রসনা হিসাবে এক নম্বরে থাকে সামুদ্রিক শুঁটকী |Dcnvi-উপঢৌকন হিসাবে শুঁটকী পাঠানোর রেওয়াজটা বেশ পুরানো। মজাদার খাবার হিসাবে শুঁটকীর কদর আগে যেমন ছিল এখন তার চেয়ে আরও বেড়েছে। তাই কেউ কক্সবাজারে বেড়াতে আসলে সবার আগে শুঁটকীর খোজ নেয়।ঢাকা ও চট্টগ্রামে ক্যাশ ডেলিভারী সার্ভিস চালু করে

ছবি: অনলাইনে শুঁটকী বিক্রেতা লিটন দেবনাথ। ছবি: মাকছুদুর

ডেলিভারী সার্ভিস দিচ্ছে।অনলাইনে কেনাকাটার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্মের একটি রিটার্ন পলিসি।কক্সবাজার ইশপ দিচ্ছে “প্রডাক্ট রিটার্ন” এর সহজ সুযোগ। এছাড়াও ক্রেতারা চাইলে তাদের কেনা পন্য কক্সবাজারের নিজস্ব অফিস থেকে নিতে পারেন।

K·evRvi B-শপ সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তার কাছ থেকে শুঁটকী ক্রয় করে থাকে। যেখানে উদ্যোক্তা নিজে সরাসরি শুঁটকী শুকানোর কাজটি করে থাকেন।উৎপাদিত শুঁটকী বিষ ও লবণমুক্ত করে তৈরী করা হয় যা বিদেশে পাঠানোর সময় গুণগত মান যাচাই করে পাঠানো হয়।

এবিষয়ে লিটন বলেন শুঁটকী দেশে বিদেশে কুরিয়ার করার আগে শুঁটকী গুনগতমাণ প্যাকেজিং mn mKj পদ্ধতি কঠোর ভাবে যাচাই করা হয়। বর্তমানে আটটি দেশে শুঁটকী পাঠালেও ভবিষ্যতে আরো দেশে শুঁটকীর বাণিজ্য করতে চান। তিনি আরও দাবি জানান,যারা বিষমুক্ত শুঁটকী উৎপাদন ও ব্যবসা করে তাদের সার্টিফিকেশন প্রদান করা হোক।

কার্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
gvPv ¯vcY	০৩	০৩
অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচী	০১	০১

m¤úv`Kxq :gwmK ïUKx evZvq hviv †jLv cwV‡q ও Ab¨vb¨ fv‡e mn‡hwMZv K‡i‡Qb mevB‡K Avšwi K ab¨ev`|

মাসিK ïUKx evZvq gZvgZ,mcwik,Awf‡hv‡Mi Rb¨ ‡hvMv‡hvM Kib:

০১৭৫৫-৫৩১৭২১

MZ gv‡mi Uv‡MU I অর্জন সমূহ:

কার্মকান্ড	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
gvPv ¯vcY	০৫	০২
বাজার সম্প্রসারণ কর্মশালা	০৩	০৩
ইস্যুভিত্তিক সভা	০১	০১
ডিপ ফ্রিজ ক্রয়	০১	০১

MZ gv‡mi Uv‡MU I ARb mgn: